সোঁদা মাটির ঘ্রাণ

সোঁদা মাটির ঘ্রাণ

সৈয়দা ছাদিয়া খাতুন

সোঁদা মাটির ঘ্রাণ
সৈয়দা ছাদিয়া খাতুন
প্রকাশকাল: একুশে বইমেলা-২০২৫
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
টাঙ্গাইল অফিস: ছায়ানীড়, শান্তিকুঞ্জমোড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রুফ এডিটিং: আজমিনা আক্তার
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
অলঙ্করণ: মো. শরিফুল ইসলাম
ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য: ৩৫০/-(তিনশত পঞ্চাশ টাকা) মাত্র
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৭৯৮৭-৭-৪

ISBN: 978-984-97987-7-4

Soda Matir Ghran by Sayeda Sadia Khatun, Published by Chayyanir. Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication: Ekushey Book Fair-2025, Copy Right: Writer, Cover design: Tarunnya Tauhid; Book Setup: Md. Shariful Islam, Chayyanir Computer, Price: 350/- (Three Hundred and Fifty Taka Only).

ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/
ফোনে অর্ডার : 01611-913214

উৎসর্গ

এই বাংলাদেশের
মাটি ও মানুষকে।

পাঠক সমীপে কিছু কথা

কৃষক মাঠে ফসল ফলায়। তার পূর্বে জমিটিতে ভালোভাবে চাষ করে। লাঙ্গলের টানে শক্ত মাটি হালকা হয়। সেই মাটি থেকে যে সুগন্ধ ছড়ায় সেই সুগন্ধ তার নাকে পৌঁছে যায়। সেই মিষ্টি মধুর ঘ্রাণে সে হয়ে উঠে আমোদিত। সে মাটিকে অনেক ভালোবাসে। মাটির প্রতি আমাদের সকলের ভালোবাসা এবং হৃদয়ের টান। এ জন্যই বলা হয়:

'শাপলা কচুর লতাগুলো
কাদা মাটি ঘেঁষে থাকে।'
তেমনি আমি হাসি কাঁদি
আমার দেশের মাটিতে।

কাদা মাটির সুতীব্র ঘ্রাণে আমোদিত হয় সকলেই। বাঙালি জাতি শাপলা, কচুর লতার মতই জড়িয়ে থাকতে ভালোবাসি।

যে যে দেশে জন্ম গ্রহণ করে সেই দেশটি তার জন্মভূমি এবং মাতৃভূমি। মানুষ মাটির তৈরি। এ জন্য মাটির প্রতি তার গভীর টান। কারণ জন্মভূমির মাটিতে সে হাঁটি হাঁটি পা পা করে বড় হয়েছে।

আবার অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। আমাদের অনেক সন্তান বহির্বিশ্বে কেহ অধ্যয়ন, কেহ চাকরি, কেহ ব্যবসা, বিভিন্নভাবে অর্থ উপার্জন করে দেশে স্বজনদের নিকট পাঠিয়ে দিচ্ছে। এই অর্থগুলো দেশের মধ্যে বড় ধরনের আর্থিক উন্নয়ন এবং দেশখানির ভাব মূর্তি শোভনীয়।

তাদের অন্তরও কাঁদে দেশের জন্য। স্বজনের জন্য। তারপরও তারা বেঁচে থাকে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে হাসি গল্প এবং

'মেতে উঠেছি সোনা মাটিতে
দু'হাতে জড়িয়ে অঙ্গে মেখেছি।
প্রতি দমেদমে, নিদ্রায়-জাগরণে
সেই মাটির ভালোবাসায়
এখনও জাগে ভীষণ অনুভূতি।

দেশের মাটি আমাদের মায়ের মতো আমাদের অহংকার। আদর, ভালোবাসা যদিও দিতে পারে না। তবুও বুক পেতে দিয়েছে আমাদের জন্য। আমরা তার বুকে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখি, গল্প লেখি, বুক ভরে শ্বাস টেনে নেই। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই থাকা হোক না কেন, বাতাস একটি বিশ্বস্ত বাহক। এলোমেলো হাওয়ার সঙ্গে সে বহন করে নেয় নানা ধরনের সুগন্ধী। ফুল, সুমিষ্ট বায়ু, কিছু ধুলো-মাটি আরও কত কি। এই সময় মনে মনে ভাবি সে আমার দেশ হয়ে এসেছে কিছু ধুলো মাটি আর তখনই হৃদয় কোণে বেজে উঠে-

সুরেলা বাতাসে মুগ্ধ আমার মনঃপ্রাণ
আথালী পাথালী বায়ুর খেলায়
পেয়ে যাই আমি সোঁদা মাটির ঘ্রাণ।'

সুচি

বাংলায় ধরি গান ❑ ০৯
কি খুঁজছো প্রবীণা ❑ ১০
নীল আঁচল ❑ ১১
কিছুটা সময় ❑ ১২
ভীষণ গর্ব হয় ❑ ১৩
তীরের সন্ধানে ❑ ১৪
এই বুঝি এলে তুমি ❑ ১৬
সোহাগিনী ❑ ১৭
দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ❑ ১৮
অনুভূতি ❑ ২০
প্রাইমারি মাস্টার ❑ ২২
অনুশোচনা ❑ ২৫
তোর জন্য ❑ ২৬
আঁধারের উৎসব ❑ ২৭
মতানৈক্য ❑ ২৮
আমার পরিচয় ❑ ৩০
এই বাংলার কৃষাণ ❑ ৩১
নেয়া হয় তুলে ❑ ৩৩
ভাবাবেগ ❑ ৩৪
ভুলি কেমন করে ❑ ৩৫
সব ধোয়াশা ❑ ৩৬
অজানা রয় ❑ ৩৭
স্মৃতির ঝাঁপি ❑ ৩৯
আই সি অল ❑ ৪১
শ্যামা কন্যা ❑ ৪৩
ভাঙা সুটকেস ❑ ৪৫
গাও গেরামের মেয়ে ❑ ৪৭
মহাকাল ❑ ৪৮
৫০ ❑ প্রত্যাশার প্রহর
৫২ ❑ নন্দিত কানন
৫৪ ❑ মন হাঁড়ি
৫৬ ❑ সোনালি স্মৃতি
৫৮ ❑ বিপুল জাগরণ
৬০ ❑ গ্রাম উন্নয়ন
৬২ ❑ বাসন্তী মেয়ে
৬৩ ❑ দেখেছি পানি
৬৫ ❑ চঞ্চল হরিণী
৬৬ ❑ বিজ্ঞানের জয়
৬৮ ❑ বাতাসের পালকি
৬৯ ❑ ভোজন রসিক
৭১ ❑ আলো প্রদান
৭২ ❑ মনচুরি
৭৩ ❑ মাছরাঙা
৭৪ ❑ আমি কার কাছে কই
৭৬ ❑ তুলনা
৭৭ ❑ দেশ ঘেঁষা মন
৭৮ ❑ মানবেতর যন্ত্রণা
৭৯ ❑ উদাসী মন
৮০ ❑ ভুখার ইতিবৃত্ত
৮২ ❑ সোঁদা মাটির ঘ্রাণ
৮৪ ❑ অনুশোচনা
৮৫ ❑ খুঁজে বেড়াই
৮৬ ❑ ভালো কিছু করি

বাংলায় ধরি গান

বাংলা আমার মন
বাংলা আমার প্রাণ
আমি বাংলায় ধরি গান।
দাদার হাসি দাদির খুশি
চাচা-ফুফু, মামা-খালা
সবার জুড়ায় প্রাণ
আমি বাংলায় ধরি গান
বাংলা আমার বুলি
বাংলায় কথা বলি।
সেই ভাষার তরে
গর্বে আমার
ভরে উঠে প্রাণ।
আমি বাংলায় ধরি গান।
বাংলার আকাশ
বাংলার বাতাস
বাংলার একটি ছড়া
বাংলা ভাষার এই ছড়াটি
এই ভাষাতেই গড়া
এই মাটিতে বাউল ধরে
হৃদয় কাড়া তান
যখন আমি–
বাংলায় ধরি গান।
যখন স্বপ্ন দেখি
দেশ মাতারে
ভালোবাসার মন্ত্র তখন
সে শেখায় আমারে
বাংলার স্বাধীন গান
লাল, সবুজ নিশান
ধরে রাখব সবাই মিলে
করে উড্ডীয়মান।
তাইতো আমি
বাংলার ধরি গান
আমি বাংলায় ধরি গান।

ওয়াশিংটন, ডিসি
২২-০৪-২০২০

কি খুঁজছো প্রবীণা

কে ছোট, কে বড়
কার নাই
কার আছে ভুঁড়ি ভুঁড়ি
যেতে হবে একদিন
এক পথ ধরে
সব ছেড়ে।
সাদা-কালো ভেদাভেদ
ছোট বড়, ভালো মন্দ
কেন যে এতো
দ্বিধা দ্বন্দ্ব।
কে ডুবেছে ভালোবাসায়
কার মরণ নির্যাতনে
কেন অহমিকা
কীসের অহংকার।
চেয়ে দেখি সবখানে
পৃথিবীর সব স্থানে
যেতে হবে সব ছেড়ে
সেই দেহ হয়েছে মাটি
একদিন আমারও হবে।
জীবন সন্ধিক্ষণে
বার বার হিসেব মিলাই।
মিছে এই পৃথিবী
একদিন হবে মাটি
অথবা ছাই
কোথায় হারালো
কেন হারালাম
কোথায় ছিল
কোথায় ছিলাম।
খুঁজে তো পাই না
কেন দেখি না?
কি খুঁজছো
প্রবীণা।

নীল আঁচল

বহু বছর পরে
আঁচলটি টেনে ধরে
জিজ্ঞাসিত মনে
কহে প্রিয়তম তার প্রিয়ারে।
পড়ে কি তোমারও মনে
বাঁশ বাগানের ঐ কোণে
চাঁদ দেখার শুভক্ষণে
নয়নে নয়ন, হৃদ শিহরণ
উথলে উঠা মন
পারিনি দৃষ্টি ফেরাবার
জড়িয়ে ধরে প্রেয়সীরে
বাহু দুটো দিয়ে।
বুকের মাঝে মাথা গুঁজে
ফিসফিস করে
কহে তাহারে
ফেলে আসা দিনগুলো
মেলা বসিয়েছে
স্মৃতির দর্পণে
পাঁজরের কোণে কোণে
শুনে কহে প্রিয়তমা
দীর্ঘ কালান্তরে,
সে দিনের মতো
ঢেকে দিলাম আবার
নীল আঁচলে।

ওয়াশিংটন ডিসি, ইউএসএ
১৫-০৮-২০২১

কিছুটা সময়

অজস্র যুদ্ধের মাঝে
তিমির আঁধার সরে যাবে
পৃথিবীর বুক ছেড়ে
আলো এসে পড়বে এখনই
জাগবে ফুল, জাগবে পাখি
শিশুগণ খুলবে আঁখি
জেগে উঠবে ধরিত্রীর সব
সেই জাগরণে-এই ভুবনে
লেগে যাবে মহা উৎসব
স্বচ্ছ-সুশীতল বাতাস
সুনির্দিষ্টভাবে,
অনুজ্জ্বল আলো পূর্ব আকাশে
হালকা হাসে।
ধীরে ধীরে প্রজ্বলিত হয়ে
রবির আগমন
আঁধার পালালো দূরে
সেই আহ্লাদে হাসে
গগন-পবন।
থমকে থমকে আলোর ঢেউ
নাচনে-নাচনে আলোকিত, পুলকিত
তমসাচ্ছন্ন ধরণী
আড়মোড়া দিয়ে হয় জাগ্রত
দেখেও দেখিনি, ভেবেও ভাবিনি
নিখিল ধরায় এই আয়োজন
চলছে প্রতিনিয়ত
এই খেলা দেখে হই
বড়ই বিস্ময়াভিভূত
ঘোর অমানিশা কাটিয়ে
রবির উদয়
দেখা হলো আজ
দাঁড়িয়ে কিছুটা সময়।

ম্যারিল্যান্ড, ইউএসএ

ভীষণ গর্ব হয়

তুমি, ষোড়শী ললনা
রূপের কন্যা
জন্ম নিয়ে হেথায়
হয়েছি অনন্যা।

মহাসাগর তীরে
পর্বত শিখরে
কেহ রাখতে পারেনি ধরে।

বাংলা ভাষা
বাঙালি জাতি
এই পরিচয়
জন্ম নিয়ে হেথায়
ভীষণ গর্ব হয়।

তব আঙিনায়
যেখানে ঘুড়ি
ছড়ানো ছিটানো
রূপের ছড়াছড়ি।

এই বাংলার
ষড়ঋতুর শোভা
যদি দেখে কেউ

সে রূপের ছটায়
হারিয়ে যাবে
ভুলতে পারবে না
সেই যাদুকরী ঢেউ।

তীরের সন্ধানে

ও মাঝি!
কোথায় গো যাও।
আমায় কইয়ে যাও
কোন তীরে ভিড়াবে তুমি
তোমার মন পবনের নাও
কথা কও না যে মাঝি
তোমায় আমি পুছি
দিন-রাত এই ঘাটে বসে
আমার ঘাটলাটি খুঁজি
অনেক দূরে আছি মাঝি
আমার চেনা নাই।
প্রতিদিন আসি এখানে
সব মাঝিরে জিগাই।
তারা যায় অন্যখানে
আমার তীরের সন্ধান
নাহি পাই।

মাঝি-
যে তীরে ভিড়াব নাও
চিনবে না কন্যা তুমি।
সে দেশটির মাঝে
সবার মনে আছে,
মায়া-মমতার খনি।
আর কি আছে তথায়
ও মাঝি,
জলদি কও আমায়।
তোমার কথার সুরে আজ
সেই ইঙ্গিতটিই পাই।

আছে কি সেথায়–
গাছে গাছে পাখ-পাখালি
ফুলে ফলে ভরা
নতুন ধানের সুবাসে
কি হয়,

ধানের গোলাটি ভরা।
শাপলা-শালুক আছে নাকি
ঝিলে আর বিলে।
পানকৌড়ি কি ডুব দেয়
নয়া বানের জলে।
সবুজ শ্যামল স্নিগ্ধ শোভা
গাংচিল কি উড়ে?
শীতল বাতাস, মধুর হাসি
ও মাঝি ভাই,
আছে কি,
দেশখানি জুড়ে
নদী জড়ানো ভালোবাসায়
হয় কি, সমতল ভূমি?
পদ্মা, মেঘনা অথবা
যমুনার বাঁকে
ভিড়াবে কি নাওখানি?
হ্যাঁ গো হ্যাঁ
পেয়েছি, তীরের ঠিকানা
পদ্মা, মেঘনা, যমুনা
কসম লাগে, যেও না তুমি
দিও না নায়ে টান।
পায়ে পড়ি, ও মাঝি ভাই
জলদি ভিড়াও
তোমার নাও
আমিও যাবো সেই পারে
সঙ্গী করে নাও (নেওয়া)।

ওয়াশিংটন ডিসি

এই বুঝি এলে তুমি

এখনও ভাবি আসবে ফিরে
ডাকবে আবার নাম ধরে
তিতিক্ষার প্রহর
প্রতীক্ষার অশ্রু বান
জড়ানো সেই স্মৃতিমালা
ভাবতে ভাবতে দুপুর,
কখন যে সন্ধ্যেবেলা।

স্মৃতির দুয়ারে করাঘাত
ভাঙা হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত
জগতের মস্ত কোলাহল
ভেঙে গেলো খেলাঘর
বানিয়ে তোমায় শুভঙ্কর।

জীবন যুদ্ধে বিচ্ছেদ অনলে
শিকড় হইতে শিখরে
সৃজনের আরম্ভ সময়
প্রভাত পাখির গান
পলকহীন নয়ন কোণে
ব্যথার অশ্রুবান।

বিনিদ্র রজনী
দিন আসে হয় রাত
একাকীত্বে ভরা আবার প্রভাত।

পাখির কলকাকলিতে
জেগে উঠে ধরণী
কান পেতে শুনি
পথিকের পদধ্বনি।

আর কভু, মাড়াবে না জানি
এই পৃথিবীর ধুলি
ভালোবেসে ধরণী
নিজ বক্ষে তোমায়
নিয়েছে তুলে।

জীবন যুদ্ধে বিচ্ছেদ অনলে
আমি এক পরাজিত সৈনিক,
জীবনের অনন্ত অভাব

আঘাতের পর আঘাত
মহাসমুদ্রের মাঝে শুনি
যে পদধ্বনি,
মনে মনে ভাবি
এই বুঝি এলে তুমি।

সোহাগিনী

বাবার ভালোবাসা
মায়ের আদর নিয়ে
দাঁড়িয়ে উঠোনে
কদম গাছটি
ভরা ফুলে
হাসে এক কোণে
সোহাগ আদরে
সোহাগিনী মেয়ে
নূপুরের নিক্কণ
আলতা পায়ে
বাড়িময় ঘুরে
মচমচে জিলাপী
হাতে ভাজা মুড়ি
কদমা বাতাসা
মিষ্টি বাহারী।
মালতী সাজায়
সন্ধ্যামালতী
গেদার হাতে
গাঁদার তোড়া
সামনের ছোট বাগান
বাহারী ফুলে ভরা।
ধুমধাম হৈ-চৈ
সারা বাড়ি জুড়ে
সোহাগিনী বড় হয়
ধীরে ধীরে।
সে এখন স্বপ্ন দেখে
মনের মানুষটি ঘিরে।

দেশাত্মবোধক সঙ্গীত

কত দেশ দেখেছি
কত যে ঘুরেছি আমি (২)
এমন দেশ কোথাও দেখিনি
দেখিনি আমি
সে আমার দেশ
আমার জন্মভূমি।
কত দেশ দেখেছি কত যে ঘুরেছি আমি
বাতাসে দোলে ফসলী মেয়ে
নাচে তা-থৈ-থৈ (২)
পাল তোলা নায়ে
নথ নাড়ে বারে বারে
দেখ দেখ রাঙা বৌ
রাঙা বৌ, নয়া বৌ (২)
এই অপূর্ব শোভা
কোথাও দেখিনি....
দেখিনি আ-মি, কো-থা-ও
দেখিনি....।
সে আমার দেশ.....
আমার জন্মভূমি.....।
কত দেশ দেখেছি কত যে ঘুরেছি আমি
রয়েল বেঙ্গল টাইগার
সুন্দর বনে
শাপলা, কাঁঠাল, ইলিশ
দোয়েলের শিস
আছে যেখানে
জাতীয় সম্পদ, জাতির অহংকার....
আছে সুনাম,
পদ্মা, মেঘনা, যমুনার।
এমন দেশ কোথাও দেখিনি
দেখিনি আমি,
কোথাও দেখিনি
সে আমার দেশ-আমার জন্মভূমি
কত দেশ দেখেছি, কত যে ঘুরেছি আমি

ছোট একটু ভূখণ্ড,
নেই দ্বিধা- নেই দ্বন্দ্ব
এই মিলন মেলা
কোথাও দেখিনি..., দেখিনি, দেখিনি....
সে আমার দেশ– আমার জন্মভূমি.....
কত দেশ দেখেছি
কত যে ঘুরেছি আমি.... ।
ব দিয়ে বাংলাদেশ
বদ্বীপ আকার
লাল, সবুজ স্বাধীন পতাকা
সাক্ষ্য বহন করে
এই দেশ তোমার আমার আমাদের সবার
বাংলাদেশ, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ.....(৬বার)
এমন দেশ কোথাও দেখিনি
শুনিনি আমি...শুনিনি ।
সে আমার দেশ আমার জন্মভূমি ।
কত দেশ দেখেছি কত যে ঘুরেছি আমি....
এমন দেশ কোথাও দেখিনি, দেখিনি, দেখিনি আমি
সে আমার দেশ। আমার জন্মভূমি ।

অনুভূতি

প্রথম যে দিন
আসা হলো ভবে
মাতৃগর্ভ ছেড়ে
হেসেছে সবাই সে দিন
কেবল কেঁদেছি আমি
সেই ঘরের তরে।

ছোট সে ঘরখানি
উষ্ণতায় ভরা
কিছুই ছিলো না
মায়ের অনুভূতি ছাড়া
এখন ভাবি আমি
সেই ঘরখানি
পৃথিবীর সেরা।

এখানে বিশাল রাজ্য
উন্মুক্ত অঙ্গন
এসেই হোঁচট লাগে
আঁতকে উঠি তখন
হয়তো বা এ কারণেই
হয়েছিল-
প্রথম ক্রন্ধন।

ক্রমান্বয়ে খ্যাতি-সুখ্যাতি
বুঝতে থাকি;
সব কিছুতেই অনুভূতি
জন্ম আমার এই মাটিতে
সেই মাটির প্রতি।

আকাশ-বাতাস
শ্যামল শস্য শোভা
চন্দ্র সূর্য।
দিবস যামিনী
দেশ ও দেশের
মানুষের প্রতি।

জাতীয় সঙ্গীত
জাতীয় পতাকা
স্বাধীন আর স্বাধীনতা
হৃদয় মাঝে শুনি
সেই গীতি
বাড়ায় বড়ই সুখানুভূতি।

মাতা, মাতৃভাষা, মাতৃভূমি
এই তিন ঘটায়
জাতীয় পরিচিতি।

বাংলা আমার
হৃদয়ের ব্যাসাতি
হন্যে হয়ে আমোদিত মনে
সকাল পেরিয়ে সন্ধ্যে লগনে
এই মাটির
সুধা মাখা ঘ্রাণে
আরও, একটু খেলার
কত যে আকুতি।

মেতে উঠেছি সোনা মাটিতে
দুহাতে জড়িয়ে অঙ্গে মেখেছি
জন্ম থেকেই
এই মাটির সুবাস
প্রতি দমে দমে
নেই শ্বাস টেনে
নিদ্রায় জাগরণে
মাটির ঘ্রাণে
সেই মাটির ভালোবাসায়
হৃদয়ে জাগে এখনও
ভীষণ অনুভূতি।

ওয়াশিংটন, ডিসি, ইউএসএ

প্রাইমারি মাস্টার

কাদা মাটির মণ্ড
তৈরি হয় জাতির মেরুদণ্ড
কচি কাঁচা ফুলের চারা
স্ব-হস্তে রোপণ করা
চোখে চোখে রাখি
হয় না যেন কোনো ক্ষতি
বাগানের বেড়া হয়ে
ঘিরে থাকি।
বড় বড় বিদ্যাপীঠ
আমার পরে,
ভালো ছাত্র, সবাই গর্ব করে
মনে থাকে না কারও, আমার কথা
শুধু আমি নই,
প্রাইমারি শিক্ষককুলের মর্ম ব্যথা।
জাতি ভেদ ভুলে গিয়ে
এটুকুই জানি
আমি শিক্ষক জাতি।
পিতা-মাতার আদরের ধন
হাতে খাতা, পেন্সিল
প্রথম শিক্ষা সোপান
এসেই কাঁদতে থাকে
শক্ত করে ধরে, আপনজনের হাত
শ্রেণি কক্ষে বসবে না
আদর করে বলি, নাম কি সোনা
এই নাও চকলেট, খেয়ে দেখ না
সেই যে এলো, এভাবে প্রতি বছর
কতজন এলো কত যে গেলো
হিসেব নেই।
এলো যে ভাবে-
গেলো এক পথ ধরে।
কতভাবে প্রতিদিন তৈরি করা হয়
শিক্ষা উপকরণ
পেন্সিল, বল, কলম

পাঠ পরিকল্পনা, কত যে চিত্র অঙ্কন
যাচাই করা হয় শিক্ষার্থীর মান
শেখাই এক এক করে
জন্মদিন, ফোন নাম্বার, সব স্বজন, গ্রাম, বাসা ঠিকানা
থানা, পোস্ট অফিস, জেলা, বিভাগ, দেশের নাম
কিছুই বাদ যায় না।
হাত পায়ের আঙুলের গণনা
দিকের নাম, কোনটি কোন দিক
সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা
সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, বছর
বাংলা-ইংরেজি মাসের নাম
প্রতি চার বছর পর পর
লিপ ইয়ার, শিখিয়ে দিলাম।
শ্রেণি শ্রেণি শিক্ষিকা, পুস্তক
প্রধান শিক্ষক, বিদ্যালয়ের নাম
জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় পতাকা
ফুল ফল, মাছ, পশু,পাখি,
জীবজন্তু, নদ-নদী
একের পর এক
সকলকেই শেখালাম
অ, আ, ক, খ, ABC, ১২৩
শেখাই প্রতিদিন।
গল্পে গল্পে ঘটে-শোভনীয় পরিবেশ
ব দিয়ে কি হয় কে বলতে পার?
এক যোগে সবাই বলে বাংলাদেশ।
কচি শিশুদের মনে উৎসাহ যোগাতে
বিজয়ী হলে সবাই মিলে, দেই হাত তালি
সেই নবীন শিক্ষার্থীদের কথাই বলি।
যোগ,বিয়োগ, গুণ, ভাগ, নামতা
সাংকেতিক চিহ্নগুলোর ছিলো না ধারণা
A ফর অ্যাপল, B ফর বল
ঘটাই পরিবেশের পরিচিতি
আদব-কায়দা, মুরব্বী জনের সম্মান
গান-বাজনা, বাগান করা, বিভিন্ন ধর্মের নাম
ছিলো অজানা,

সাদা কাগজের মত।
কোমল মনে করি বীজ বপন
ঘটালাম জাগরণ।
সেই বিদ্যা, প্রসারিত হয়ে ধীরে ধীরে
সেই সোনা মনিরা এখন,
অনেকেই সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী
গর্বিত পদের অধিকারী
আমি প্রাইমারি মাস্টার রিটায়ার্ড
গর্বে বুক ভরে আমার।
বেত্রাঘাত নয়, মুখের আদরে
ভালোবেসেছি যাদুদের, আজো আছে তারা
হৃদয় অভ্যন্তরে
এখনও আছে আমার
তাদের ভালোবাসা পাওয়ার
দেয়ার অধিকার।
আমি সৈয়দা ছাদিয়া খাতুন
টাঙ্গাইল মডেল
সরকারি প্রাথমিক
বিদ্যালয়ের গর্বিত মাস্টার।

অনুশোচনা

মাটির বুকেতে বুক মিলিয়ে
বলি আমি তারে
তোমার মত দেখিনি আপন
এ ভব সংসারে।

কত কিছু করেছি
কত ব্যথা দিয়েছি
উন্নত জীবন যাপন তরে
সীমাহীন অপরাধ
করনি কোন প্রতিবাদ।

ক্ষমা কর মোরে
সৃষ্টি আমার মাটি থেকে
মাটিতে বড় টান
তেমনি ভাবে রেখো
যেভাবে মাতা রাখে
তার সন্তান।

মরার পরেও তোমার বুকে
দিও একটু ঠাঁই
মাটির আদম হয়ে
মাটির বুকের ব্যথা
বুঝতে পারি নাই।

আজ মোর ক্লান্ত বাহু
ক্লান্ত দুপা,
ক্লান্ত দেহ মন।

মমত্ববোধে জড়িয়ে নিও
মোর নিষ্প্রাণ দেহখানি
মায়ের মতন।

ওয়াশিংটন, ডিসি

তোর জন্য

কথা বল,
কিছু তো বল
না, এ দেখি কিছুই বলে না
ওমা! এক গাছ থেকে
অন্য গাছে
নেমে আয়, আয় বলছি।
পড়ে যাবি তো
কি দেখছিস
মগডাল থেকে।
আয়, জলদি আয়,
এই দ্যাখ,
কত ফল নিয়ে এসেছি
তোর জন্য।
আপেল, নাসপাতি, পেয়ারা
আরও কত কি
খাবি আয়,
কি হলো, খাবি না?
কাঠবিড়ালী ও কাঠবিড়ালী
কোন কারণে গোস্বা করলি
মুখটা তোর ভারী কেনরে?
তোর গোস্বা দেখে ভাল্লাগে না
তানপুরায় তো সুর উঠে না
আয় না একটু
ল্যাজ নাচিয়ে
তোর সঙ্গে আমিও খেলি।
কাঠবিড়ালী
ও কাঠবিড়ালী
দেখাবো তোকে আজকে মজা
ডাক দিবো নাকি
কুঠারওয়ালাকে
গোড়াটি কেটে নামিয়ে দিবে।
আবার তো ভেংচি কাটে,
ওমা, কি বেহায়া গো।
লাজ শরমের মাথা কাটা
তোর কপালে পেটাবো ঝাঁটা
আয় আয় বলছি

এই তো নেমে এসেছিস
আয় একটু আদর দেই
সোহাগ করি।

ওয়াশিংটন, ডিসি

আঁধারের উৎসব

জীবন আজ অন্যরকম
ডায়েরির পাতা
হয় পরিবর্তন
এক পৃথিবী
সেই জীবন
হারানো পুরানো স্মৃতিগুলো
খুঁজে বেড়ায় মন।
ভীড় জমেছে সেখানে
বিগত দিনের ইতিহাস,
পুঞ্জীভূত মেঘ
বেদনার গ্লানি
করছে উপহাস।
আলোকে আলোকে
আলোকবর্তিকা
ভরপুর ছিলো
কানায় কানায়,
একাকীত্ব জীবনে
সেই সুতো ধরে
কেন যে কাঁদায় হাসায়।
জীবনের বাস্তবতা
ফুরোলো ডায়েরির পাতা
বদলে গেলো সব
আঁধার জীবনে
নেমে এলো
আঁধারের উৎসব।

মতানৈক্য

নারী ও পুরুষ
কেন যে ভেদাভেদ
পাই না কোন কারণ
তবে কোন মতান্তরে
এই পার্থক্যকরণ
পুরুষ যেমন মানুষ
নারীও মানুষ
মানুষ হিসেবে এখানে
মিল খুঁজে পাই।
নারী মাতা, নারী কন্যা
ঘরের লক্ষ্মীটিও নারী
নারী গর্ভেই জন্ম পুরুষ
নারীও তো তাই।
উভয়ের মাঝে এখানেও
কোন মতান্তর নাই।
আমরা মানব জাতি
এক আদমের সন্তান
পুরুষ ও নারী
ভাবি না কেন, সমান সমান
জন্ম থেকেই জ্বলছে নারী
জন্মের কিবা দোষ
পুরুষ ও নারী
যা কিছু হোক
উভয়েই মানুষ।
পৃথিবীতে আসার পর
প্রথম আহার।
স্বযতনে রেখেছেন মায়ের কাছে
আল্লাহ মহান।
এ সম্পদও পুরুষ নারী
উভয়েই পেয়েছে
সমান সমান।
নারী ও পুরুষ
ভাই-বোন সম

নেই ভেদাভেদ
কাঁধে রাখো কাঁধ।
ঘুচাতে হবে–
এই মতানৈক্যের অপবাদ
আমাদের দেশে
জন্ম নিয়েছে এখন
জাগ্রত তরুণ দল
গর্বিত সন্তান।
তারাই দিতে শিখেছে
নারী জাতির প্রকৃত সম্মান
হে তরুণ সমাজ,
তোমাদের গর্বে
প্রাণ ভরে নেই নিঃশ্বাস।
আলোর প্রদীপও
তোমরাই সমাজে
এখনও ভাবি,
এই পৃথিবীটা
অতটাই সুন্দর আছে।

আমার পরিচয়

আমি কে?
আমি কি শুধু
এই বাংলার বুকে
সবুজ ঘাসে
পথে প্রান্তরে
প্রবাহিত শান্ত সমীরণ
নাকি আমি
মুগ্ধ করা ঋতু,
শরতের
স্বচ্ছ নীল আকাশ
আমি কি–
সাগরের বুকে বয়ে যাওয়া
উথাল-পাথাল কোন ঢেউ–
নাকি আমি,
বাংলার প্রকৃতিতে
অচেনা কেউ?
আমি কি-
বাংলার প্রকৃতিতে
হালকা বাতাসে,
সোনালি শস্যের ক্ষেতে
দোল খাওয়া
শুধুই দৃশ্য?
নাকি পড়ন্ত বিকেল
অস্তগামী সূর্য
না–
আমি এ সব
কোন দৃশ্য নই।
আমি এই বাংলার প্রকৃতিতে
জন্ম নেয়া
বাংলার ভালোবাসায়
বর্ধিত হওয়া
প্রকৃতি পাগল
শুধুই একজন মানুষ।
এই তো আমার পরিচয়।

এই বাংলার কৃষাণ

এই বাংলার
এক কৃষাণ মেয়ে
মনে ভীষণ ব্যথা।
মাঠের ধারে তাকে ঘেঁষে
শুনছি তার কথা।
বলল মেয়ে,
পড়ে খুব মনে
হালের বলদ, লাঙ্গল নিয়ে
বাজান যখন যায়।
মাথালখানি মাথায় দিতেই
পিছু ডাকল মায়।
গামছায় বেঁধে মুইঠা পিঠা
পাটালি গুড়ও সাথে
তামুক সাজিয়ে হুক্কাখানি
দেই বাজানের হাতে।
হাতে নিয়ে বাজান দেয়
মস্ত বড় হাসি।
মায়ের দিকে চেয়ে দেয়
মিষ্টি একটু কাশি।
পান্তা, লবণ, মরিচ, পেঁয়াজ
ঠাণ্ডা পানি ভরে।
নিয়ে আসতাম প্রতিদিন এইখানে
বাজান জিড়াবার কালে।
আইলে দাঁড়িয়ে ডাক দেই
বাজান বাজান করে।
হাল টানছে দেখি বাজান
জমির ঐ পাড়ে।
ঘাম দরদর গতরখানি
টপটপ ঘাম ঝরে,
কোমরের গামছা খুইলা
বার বার মুছে,
ঘাম শুকানোর তরে।
বাজান গেছে না ফেরার দেশে

এই তো কদিন আগে
ভালো লাগে না তার বিহনে
তাই প্রতিদিন
এই জমিটির কোণে
এখানে বসে দেখি
সব কৃষাণের
জমি চাষের খেলা।
বা-জা-ন, বা-জা-ন
চিল্লাইয়া উঠি
এভাবেই কেটে যায় বেলা
গলাখানি জড়িয়ে বলি,
দেখতে পাবে, তোমার বাজানরে
শ্যামল দিগন্তে
সবুজ ফসলের মাঠে।
সব কৃষাণের মাঝে
এই বাংলাদেশে।
শুকাবে না তাদের মেহনতী ঘাম
মরবে না কোনোদিন।
ভুলবো না, কখনও তাদের নাম
তারাই ‘এই বাংলার কৃষাণ।’

ওয়াশিংটন ডিসি
৪/১১/২০২০

নেয়া হয় তুলে

বহু দিন বহু বছর
হয়ে গেলো পাড়
কবে জানি এসেছি
বড়ই প্রয়াস মনে করার।
বিনে সুঁতোর বন্ধনে
আবদ্ধ হয়ে
শৈশব, কৈশোর
গেলো কোথা দিয়ে
সময় বৃদ্ধকাল!
স্বপ্নের জাল বুনে
সংসার রণাঙ্গনে
হতাশ আর হতাশায়।
মহা সংগ্রাম, মহাপ্রলয়
দেখতে দেখতে
ভাবতে ভাবতে
পালানো আঁধার।
আজ যুদ্ধের শেষ
হতাশার শেষে
জীবনেরও শেষ সময়
হৃদয়ের ভাঙা আয়নায়
উঁকি দেয় অতীতের
মহাপ্রলয়।
হিসেব মিলাতে
কুড়াতে কুড়াতে
যা কিছু মিলে
পুণ্যের ফসলের
শূন্য বুলিতে
নেয়া হয় তুলে।

ভাবাবেগ

স্মৃতির আকাশে
ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘ
ভেলায় ভাসে।
খেলাঘর ফেলে
হেসে খেলে
দেয়া হলো পাড়ি
ছোট সে জীবন তরী।
জীবন খাতায়
পুঞ্জীভূত মেঘ
হারানো পুরানো
দিনগুলো
ছড়ানো ছিটানো
টুকিটাকি,
হালকা বিস্তর
খুঁনসুঁটি।
শান্ত মরুর প্রান্তর
আচমকা ঘূর্ণিঝড়
নিঃশব্দ নিশীথের
সৃষ্টির দেয়ালে
বিষাদে বিষাদে
হোঁচট লাগে প্রাণে
সঙ্গী বিহীন যামিনী
একদিন এক রজনী।
ঘূর্ণি থাবায়
সঙ্গী ছাড়া জন
বাঁচে কীভাবে
সংকেত বিহীন ঝড়
উঠে এলো।
উড়াল একরাশ
শূন্যতার বালি
দুঃখময় রজনী-ভীষণ
একা একা লাগে।
হৃদয় ভরে গেলো
কালো আঁধারে
আঘাত মানে, অতীতে

ফেলে আসা দেয়ালে।
অতিক্রম হল
একটি নিশি
আবেগের চাদরে
জড়িয়ে ধরে।

ওয়াশিংটন ডিসি
ইউএসএ

ভুলি কেমন করে

পড়ন্ত বেলায় এসে
উত্থান পতন শেষে
সবাই হিসেব মিলায়
শৈশবে পড়া হয়
যে হাতে মালা
ধরা থেকে
নিয়েছে বিদায়।
যে মানুষটি ঘুমোয় হেথা
অসহায়ের বন্ধু ছিলো
স্বজনদের কাছে এসে
পরবাস হলো।
আসতো হেথা বহু পথ
ঘুরে ঘুরে
সেই জাগ্রত স্মৃতি
কুড়ে কুড়ে খায়
ভুলি কেমন করে!
স্বল্প পরিসরে
সাড়ে তিন হাত
এছাড়া কিছু নাই,
খুঁজতে খুঁজতে
ঘুরতে ঘুরতে
অবশেষে যা পাই
হে অতীত কথা কও
থাকো কেন চুপ করে,
যে কারণে দগ্ধ হৃদয়
ভুলি কেমন করে।

সব ধোঁয়াশা

দেখবে যত, জ্ঞান যাবে বেড়ে
শুনবে যত স্রষ্টাকে পাবে
তাঁর সৃষ্টিকে ঘিরে।
বাড়ি, জমি, পুকুর, তল্লাট
সব কিছুর মালিক
এক সম্রাট (আল্লাহ)
যেতে হবে শূন্য হাতে
কিছুই যাবে না সাথে।
কবরের মাটি হবে শেষ ঘাঁটি
কিছুই নেই এটুকুন ছাড়া
সাদা কাফন
হবে শেষ বসন
যেতে হবে সব ছেড়ে
পূর্ব পুরুষের পথ ধরে।
হায়রে আদম, হায়রে বোকা
দিয়েছিল যেদিন
ইবলিশ ধোঁকা।
অনন্ত সৌন্দর্যের মাঝে
প্রান্তরের শেষে
তখনও ব্যস্ত সেই খেলাতে।
বুঝেও কেন বুঝি না
লাটাই, সুঁতা তাঁর হাতে।
নিষ্প্রাণ দেহ তাঁর মর্মভেদী খেলা
মিছেই ভাবনা মিছেই আশা
সব ধোঁয়াশা।

অজানা রয়

কিছুই ছিলো না জানা
সব অজানা
ধরায় প্রথম যখন
শিশুর কান্না।
সেই হলো শুরু
বিদায় বেলায়ও
নয়ন কোণে
কাঁদনে কাঁদন সকল মন
পৃথিবী জুড়ে এক নিয়ম।
ধরি,
স্বল্প আয়ের বাবার বাড়ি
এলো পরের ঘর
এ বাড়ির সব কিছু
আগেই খেয়েছে পর।
উচ্চাকাঙ্ক্ষিত মানবী মন
একে এক আগমন,
সুশীল সমাজে এই ধন
কীভাবে করবে গঠন
প্রথম জন,
পেয়েছে যা
পরের খবর নেই!
পৃথিবীর বুকে
গড়বে কারিগর
অর্থের অভাব এ ঘরেই।
দিবা-নিশি শ্রম
দেহের ঘাম না শুকায়,
ব্যথার দিনগুলো
পুঞ্জীভূত মেঘে
ধোঁয়াশায় ভরে যায়।
অভাগা দলের
ঘর্মাক্ত ঘাম
নয়ন ঝরা পানি,
যারা হয়েছে বড়

তাদের অতীত
হয়তো বা জানা হয়নি।
যতই তলিয়ে যাও
অতলে
দাঁড়াও এসে
তাদের কাতারে
বিজয়ী বেশে
উঠবেই উঠবে
তাদের আলোর মিছিলে।
একধাপ সিঁড়ি
অতিক্রম করে
যদি শেষ করা হয়,
উপরে উঠার
ধাপগুলো
সে জনের অজানাই রয়।
সুউচ্চ ধাপে পৌঁছাতে হয়েছে
কতখানি ঘাম ঝরিয়ে
নিচ থেকে উপরের আলো
তুমি,
দেখবে কেমন করে।

স্মৃতির ঝাঁপি

বহুদিন পর
কড়া নাড়ে
মনের দুয়ারে
ফেলে আসা দিনের
হারানো স্মৃতি।
বিগত দিনগুলোর স্মৃতিচারণে
খুলে বসি তাই
স্মৃতির ঝাঁপি।
কাদা মাটি দিয়ে
পুতুল গড়িয়ে
হাতে কানে গলার মালা।
উৎফুল্লিত মনে
সব সখি সনে
কি যে মধুময়
সেই ছেলেবেলা।
ঘুড়ি উড়াতে
পাল্লা দিয়ে
মাঠের পর মাঠ
দৌড়াতে দৌড়াতে
হাঁপাতে হাঁপাতে
বাদ যেতো না কিছুই
বন-বাদাড়, ঘর-বাড়ি
উঁচু নিচু পথ ঘাট
উদিত সেই স্মৃতিগুলো
বার বার স্মরি
সে সব দিনের কথায়
আজ হেসে মরি।
দাদি, নানির পানের বাটা
চুপিসারে নিয়ে
পান খাওয়ার মহাধুম
চুন, সুপারী, খয়ের দিয়ে
লাল টুকটুক ঠোঁটে
খিলখিলিয়ে

পেটে লাগত খিল
তারপরও এক সাথে
খিল খিল খিল।
আরও মনে পড়ে
পুকুরপারে
আমের শাখায় টাঙিয়ে দড়ি
দোলন খেলায় মেতে উঠে
কতই না গড়াগড়ি।
দু'তিন সখি এক দোলনাতে
দোল খেতে খেতে।
মরমর করে
ডাল ভেঙে
চিৎকার দিয়ে
হুড়মুড়িয়ে এক সাথে
পানির খুব কাছে।
স্বপ্নিল সেই স্মৃতি
মনের ঝাঁপি খুলে
দিচ্ছে উঁকি।
হাতছানি দিয়ে
নিবিড় করছে বার বার
স্মৃতিচারণে বিঘ্ন ঘটায
তারপর, অতঃপর
অতীত ফিরিয়ে দেয়
বহু বছর পর।

I See all
You see Dreem

Me and you
will see view
sun, moon, star
Every where
me and you ....view
sun....every where
Missuri, Ohaio, Oklahuma
California, Siyatol, Arizona
Alabama....
I chakago
where are you.....?
Sun, Moon, Star
Every view
One, Two, Three
Left, Right, Left.......?
Lets go....Hurry up
Geargia, Tenici, Mississippy
Ar Kansas, Virginia
Florida, Newyork, Maryland
North carolina, south carolina
I am here
where are you?
Sun, Moon, Star, Every view
One, Two, Three....2
Left, Right Left........2
I see, you see
washington D.C.....2
More See
Canada, Pacific, Atlantic ocean

We go there by Airplane
I am here, where are you?
Sun, Moon, Star
Every View
One, Two, Three
Left, Right, Left....
Kansas city, sent Luess,
Sanfranscisco, Lass Angel, Lass vagas
Sundiago
I see, You see
Many states, Many city 2
Sun, Moon, Star, Every where........2
I ride mountain
see big ocean, Big sky...
You say then only hi
I am here, where are you
Sun, Moon, Star, Every view
I see big river and all green
Then you see only Dreem.

শ্যামা কন্যা

সবুজকুঞ্জের শ্যামা কন্যা
সেজেছে বেশ।
দিগন্ত ব্যাপী
শোভা বর্ধন
মন মাতানো পরিবেশ।
রূপে রূপে অপরূপা
স্নিগ্ধ শ্যামল শোভা,
উথলে পড়া ঢেউ।
এক পলক দাঁড়ালে হেথা
যেতে পারে না কেউ।
যাদুকরী রূপ লাবণ্যে
পথিক হাবুডুবু খায়।
সৌন্দর্য বর্ধনে
সবুজ ঘাসগুলো
চরণে লুটায়।
প্রভাতী মলয়
ভোরের রবি
দুদণ্ড থামে,
চারদিক মুখরিত হয়
পাখির কূজনে
ঢেউ খেলানো
নৃত্য ভঙ্গী
চমকিত চঞ্চল প্রস্রবণ
ঢেউ-এর দোলায়
দোদুল্যমান
এই শ্যামল বাতায়ন।
এখানে আকাশ থামে
বাতাস থামে,
চাঁদ সূর্য শোভা বাড়ায়।
পাখি, মধুকর, ভ্রমর, পথিক
সকলেই হারায়
সবুজে সবুজে
সবুজ গালিচা।

শ্যামল শোভায়
প্রকৃতি জড়িয়ে
ভুবন গগন এক হয়ে
শ্যামা কন্যার ভালোবাসায়
গিয়েছে হারিয়ে।
শ্যামল বসনে সজ্জিত প্রকৃতি
এখানে গিয়েছে থেমে
শ্যামল দিগন্তে
হারিয়ে গিয়েছে
শ্যামসুন্দর মেয়ে।
সবুজ নূপুর জড়িয়ে পায়ে
তা-থৈ, তা-থৈ
নৃত্যের সুর
সৌন্দর্য বিকাশে।
চলমান দূর বহু দূর।

ম্যারিল্যান্ড, ইউএসএ

ভাঙা সুটকেস

সবার মুখেই যায় শোনা
ভাঙা জিনিস নাকি
রাখতে মানা।
কথাটি ভেবেই সেদিন
গৃহলক্ষ্মী করলো বর্জন
স্কুল থেকে বাড়ি এসে
খোকা দেখো
ঘরের আসবাবগুলো
হয়েছে কিছুটা পরিবর্তন।
সেই থেকে খুঁজে আর খুঁজে
কি যেন খুঁজে বেড়ায়
তার দু'নয়ন।
বাড়ির সবার ছোট জন
ঘরে এসে খুঁজে
খুঁজে আর কাঁদে
কাঁদে আর বলে,
কোথা গেলো!
আদরে ভরিয়ে মাতা
কোলে নিয়ে বলে
কি কারণে কাঁদছ সোনা
নাওয়া খাওয়া ফেলে।
মায়ের কথা শুনে
কান্না হয় দ্বিগুণ
কাঁদতে কাঁদতে বলে
ছিলো খুব প্রয়োজন।
একরাশ বেদনা নিয়ে
মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে
কাঁদে আর তখন বলে
লাটাই ঘুড়ি, কলম, ছাতা
মার্বেল, বল, বাঁশি, খাতা, পেন্সিল
ঘড়ি, কাচি, রং তুলি
কত কিছু আমার।

রয়েছে যেখানে সেখানে
সুটকেসটি পেলে
রাখতাম ওগুলো ভীষণ যতনে
শুনে মাতা বলে
ওরে বোকা ছেলে
নতুন সব কিনে দিব তোরে
কাল সকালে।
খোকন কাঁদে আর বলে
আমার জিনিস আমার প্রাণ
লাগবে না নতুন
কাঁদে আর গুছাতে থাকে
যদিও সব পুরাতন
এলো স্বাধীনতা সংগ্রাম
হারিয়ে গেলো বাড়ির ছোট জন
আজ মাতা দেখছে আবার
খোকনের
প্রাণাধিক ধন।
সেই ভাঙা সুটকেস আর
খোকার ব্যাথাতুর ক্রন্দন
এখন হয়েছে
মাতার কাঁদার কারণ।

ওয়াশিংটন ডি.সি.
ইউএসএ

গাঁও গেরামের মেয়ে

গাঁও গেরামের মেয়ে
গর্ব করে কই
এই মাটি,
আমার গায়ে মাখা
যে দেশে রই
সকাল সাঁঝে
সেই মাটির সুবাস
শ্বাস টেনে নেই।
যতই থাকি দূর দেশে
কথা আমার
বাংলা ভাষাতেই।
এই মাটির বুকে
দেশ প্রেমিকদের
আঁচড় দেখতে পাই।
মায়া জড়ানো এমন মাটি
কো-থা-ও দেখি নাই।
গাঁও গেরামের মেয়ে
বড়ই মাটি ঘেঁষা।
সেই মাটির সাথে মিশে
কত যে কই কথা।
যখন কেউ আমায় বলে
কোথা থেকে আসা?
প্রথমেই মুখে আমার
থাকে মাতৃভাষা।
বাংলা আমার জন্মভূমি
বাংলাকে ভালোবাসি
দেশের টানে
তাই তো আমি
বার বার ছুটে আসি।

ওয়াশিংটন ডি.সি.

মহাকাল

কালের পাতায়
সোনালি সকাল।
কখনও আসবে না ফিরে
কারও জীবনে
গ্রাস করেছে মহাকাল।
একদিন ছোট শিশু
ছোট ছোট হাত
ছোট ছোট পা ফেলে
হেঁটে হেঁটে আসে,
সোহাগ পাওয়ার আশে।
খুশিতে আটখানা হয়ে
ভালোবাসায় জড়িয়ে ধরে
নিতো কত যে আদর!
কালের বিবর্তনে
সেই কোমল হস্ত
আর পদদ্বয়
মজবুত হয়।
কণ্ঠে বর্ষা ফলক
বক্ষ ভেদ করে
এপিঠ ওপিঠ
সুতীক্ষ্ণ তীরন্দাজ
পৃথিবীর কঠিন নিয়ম
ছিলো অজানা
আজ ক্ষুদ্র পাওনা
পরিহার করতে পারে না
ভালোবাসা ভুলে
বক্ষ ঝাঁঝরা করে
নিয়ে যায় মহাকালের
পথ দেখিয়ে।
মিছে ভালোবাসা
মিছেই অভিনয়
এ জগৎ সংসারে
অনেক ক্ষেত্রেই হয়

হৃদয়ের ভালোবাসায়
ভালোবেসেছে।
আজ সেই ভালোবাসা
অবমূল্যায়ন হয়ে
আসে ফিরে।
অন্তর ছেদ করে
দেখায় তারে
পৃথিবীটারে।

ওয়াশিংটন, ডি.সি., ইউ.এস.এ
২৩/০৫/২০২১

প্রত্যাশার প্রহর

ধুলো মাটির স্তর
গড়া হল ঘর
ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর উপর।
ঘূর্ণি হাওয়ার রোষানল
সেই ঘরে একদিন
হানল ছোবল।
মাটির ঘর মাটিতে মিশে
বাকি সব অক্ষত আছে
বন্ধু হারিয়ে গেলো
ধুলির ধোঁয়াশার মাঝে।
যেখানে উঠে না রবি
হয় না সকাল,
ঘুমিয়ে আছো আপনঘরে
শুনতে পাও কি
ডাকি আমি তোমারে।
সেদিন হতে দুজনার পথ
বিপরীতে যায়
কাঁদি আমি এপারে
তুমি চির নিদ্রায়।
ধরিত্রীর হুলিয়ায়
নাকের সোনা হারিযে যায়
দগ্ধ অন্তর ভরে
আঁধারে আঁধারে
শুনতে পাও কি তুমি
ডাকি আমি তোমারে।
ঘুরেছি দুই-এ মিলে
উর্ধ্ব গগন আর ভূমণ্ডলে
তুমি ঘুমালে কবর দেশে
ঘুরি আমি সফেদ বেশে।
দু'মেরুর বাসিন্দা মোরা
যোজন যোজন দূরে
দিন যায় মাস যায়
আসবে বছর ঘুরে ঘুরে

দুজনে দুজনার হয়ে
অতিক্রম সাতান্নটি বছর।
জন্ম যদিও পৃথিবীর মাঝে
তবুও সবাই মোরা যাযাবর।
কত কথা, কত ব্যথা
লুকিয়ে মনে
কতদিন হয়নি বলা
তোমার সনে
কাঁদে স্বজন, কাঁদে ভুবন
হারিয়ে তোমারে
বিগত পলক স্মৃতি
কাঁদায় আমারে
শুনতে পাওকি প্রিয়তম
ডাকি আমি তোমারে।

তারিখ: ১৫-০৫-২০২২ইং

নন্দিত কানন

আয় লতা, আয়রে পাতা
তোরা চলে আয়
দেখতে পাবি,
এই কাননের ফুলগুলো
দোলে স্বচ্ছ হাওয়ায়।
দেখতে যাবো লুসাই পল্লী
ঘুরবি লুসাই হয়ে
বলবে ওরা,
নতুন কয়জন
লুসাই ছেলে-মেয়ে
হৈমন্তী মাঘী, বাসন্তীর
বর্ণালী আভা
চৈতী, বর্ষা, শারদী
মেঘপল্লীর শোভা।
ছয় ঋতুর শোভাধারী
চমৎকার উপহার
গ্লাস-বাসন, কাপ-পিরিচ
মাটির বদনাও
করবি ব্যবহার।
ঘুম আসবি মাটির ঘরে
সুখ নিদ্রা হবে
বন্ধু মেলা বসেছিলো
মনে নেই কবে।
বিজয় হাসি হাসতে হলে
বাঁশের লাঠি নিয়ে
এক পা, দুপা এভাবে
কংলাক পাহাড়ে।
দুপুরে খাবো গিয়ে
হোটেল পগদা টিংটিং
গল্প হবে, ঘুরে ঘুরে
দেখবো সবে
আনন্দে কাটবে দিন।
হেনা, বেলি, জবা কে বলিস

আমি ডেকেছি
জানি তো, বলবি তোরা
খাওয়াবি আমাদের কি?
শোন,
বাঁশের খিচুড়ি
বার্বিকিউ, রুটি, পরোটা, ডিম ভাজি
সুজি, মিষ্টি, কোক খাবি
আম,জাম, ডাব, পেঁয়ারা
পেঁপে, কলা তাও পাবি
বাঁশ খাবি!
আরও খাবি
বাঁশের বিরিয়ানী
আলুটিলা আঁধার গুহা
কেহ করবে জয়
কেহবা পাবে ভয়।
রি-সাং ঝর্ণা, বৌদ্ধ বিহার
ঝুলন্ত ব্রিজে হবে ঘোরাঘুরি
কিছু কিনে খেয়ে
খাগড়াছড়ি।
শেষ অবধি বাহনখানি
চান্দের গাড়ি।
প্রবেশের প্রথম দ্বারে
দায়িত্বরত বাংলার সেনাদল
নন্দিত কানন,
সাজেক ভূমির উপর
সদা তৎপর
রেখেছে কড়া নজর
তাদের কর্ম তৎপরতায়
ভ্রমণ, দর্শন হয়েছে সফল।

অভিমত: সাজেক দর্শন, জীবনের হিসেব খাতায় আরও একটি সফল ভ্রমণ। ছোট শিশুর মত আনন্দে মেতে উঠেছিলো মন পাহাড়ের চূড়ায় উঠে। এই বয়সে পাহাড় জয় করতে দেখে ভ্রমণ, দর্শন চূড়া বিজয়কারী সকলের মনে মহা আনন্দ। সে আনন্দ ঘন মুহূর্তটি আনন্দ দোলায় পর্বতের চূড়ায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো দূরে বহুদূর। পবনের ডিঙ্গি নৌকায়। অনেক মোবাইল আমার সামনে। চলছে প্রশ্ন উত্তরপর্ব। একের পর এক প্রশ্ন এক উত্তর সকলের মুখে আপনার ছবি ভাইরাল করে দিবো। হেডিং হবে ‘এমন সাহসী নারী জন্ম হোক বাংলার প্রতি ঘরে’ বলে পোস্ট করে দিলো। (কুমিল্লা ভাইরাল)

মন হাঁড়ি

মাঠ ঘাট, নদী নালা
ভেঙে চুরমার
এমন সাধ্য কার (আল্লাহ ছাড়া)
এ ভাঙন ঠেকাবার।
পাহাড়ী পথে মলয়
যদি বাঁধা পায়
ভেঙে তথায় বিপ্রতীপে ধায়
ঢেউয়ে ঢেউয়ে আলিঙ্গন
জল তরঙ্গ ধারা
হারায় নিয়ন্ত্রণ
শাখায় শাখায় মাতামাতি
শাখা ভেঙে হয়
ভীষণ ক্ষয় ক্ষতি।
থালা, বাটি, গ্লাস
ভাঙে ঠাস ঠাস।
হাঁড়িতে হাঁড়িতে লাগলে বাড়ি
ভাঙে সেই হাঁড়ি (মাটির)
বেদনা সিক্ত হয়
মমতাময়ী নারী।
জমির বুকে লাঙলের টান
মাটির বুক হয় খানখান।
প্রেয়সী প্রিয়তম কভু ঝঞ্ঝাট
মধুর বন্ধনে ঘটে বিভ্রাট।
আজ সব স্থান
ভাঙনে ভরপুর।
প্রেয়সীর ভালোবাসা ছাড়া
প্রেমিক মনে অভিশপ্ত,
সকাল, সন্ধ্যা, দুপুর।
ঘর ভাঙে গাছ ভাঙে
ভঙ্গুর যত কিছু সব
ভাঙতে ভাঙতে ভেঙে যায়
পাহাড়-পর্বত।
কাছে থেকে দূরে

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে
সব প্রান্তেই শুনি
ভাঙনের ধ্বনি প্রতিধ্বনি
কত কিছু ভাঙে
হিসেব থাকে না
ভাঙলে মানুষের মন
জোড়া লাগে না।

ওয়াশিংটন ডিসি, ইউএসএ

সোনালি স্মৃতি

মন আমার
ফিরে যেতে চায়
স্মৃতি জড়ানো সেই আঙিনায়
আজও ভুলিনি
খেলার সাথীদের
নামগুলো পড়ে
ভীষণ মনে
প্রভাতী মলয়ও হন্যে হয়ে
খুঁজে কি আমায়
প্রতি বিহানে
এক কোণ থেকে
অন্য কোণে
সেই ছোট গ্রাম
মায়ের সমান
মোড়কে জড়ানো
কত সোনালি স্মৃতি।
উড়ে বেড়াতাম
সব সখিগণ।
যেন সব কটি
উড়ন্ত প্রজাপতি।
এ বাড়ির পিঠা
ও বাড়ির আচার।
ওর ঘরের চিড়ামুড়ি
কুল পেঁয়ারা অন্য বাড়ির
আর কভুও আসবে না ফিরে
ঝঞ্ঝা মুক্ত
বাঁধাহীন জীবন।
দৌড়িয়েছি সারাটি কানন
একাকী,
ধরতে রাতের একটি জোনাকী
পুতুল বিয়ে যে বাড়িতে
বাদ্য বাজনার মহাধুম।
পুতলা বাবু বর সেজেছে

মিঠাই মণ্ডার বাহারী আয়োজন।
আজ, মন আবার
ফিরে যেতে চায়
সেই হারানো দিনগুলো
এখনও কাঁদায়
অতীত হয়েছে
সাত যুগ প্রায়।

ওয়াশিংটন, ডি.সি.
১২/১২/২০২০

বিপুল জাগরণ

ফসলের জমি হয়েছে উর্বর
চাষ পদ্ধতিতে ট্রাক্টর
উন্নত বীজ, উন্নত সার
পানি সেচ সেখানেও
নতুনত্বের সমাহার।
মেট্রোরেল, ফ্লাইওভার
ইন্টারনেট, পাঠাও, ওবার।
ডিজিটাল যুগ ডিজিটাল ল্যাব
ডিজিটাল বাংলাদেশ।
প্রশস্ত রাজপথ,
রাস্তার লেন গিয়েছে বেড়ে
দেখি রাজধানী
দেখি দেশ মাতারে
ঘুরে ঘুরে।

থাকবে না যন্ত্রণা
কমবে দুর্ঘটনা।
হবে না আর যানজট
অপচয় হবে না সময়।
পদ্মা সেতু দেশের জন্য
সুবিশাল উন্নয়ন
দেশের মাটিতে দেখি
ঘটেছে বিপুল জাগরণ।
যুগের লড়াই
কেহ বসে নেই।
মোর চোখেও
পড়ে গেলো ধরা
ভাবছি, লেখব আমি
সুন্দর একটি ছড়া।
নারীও বসে নেই অন্দরে
দেখা হলো সেদিন,
ঢাকা বনানীর মোড়ে।
বাইকে বসায়ে

মাতা তার সন্তান
নিয়ে যাচ্ছে ঘরে।
আনন্দে ভরে মন
দেখা হলো যখন,
গ্রাম, গঞ্জ, শহর
সর্ব স্থানেই উন্নয়নের জাগরণ।
কোন স্থান নেই পড়ে
সৌন্দর্য গিয়েছে
বহুলাংশে বেড়ে
যাতায়াত ব্যবস্থাপনা সেখানেও
বিশাল রদবদল।
মন্ত্র মুগ্ধ দু'নয়ন
হই বিহ্বল।

গ্রাম উন্নয়ন

আজ সকালেই শ্বশুর সাহেব
শুনেছেন নিজ কানে
বাড়ির বৌ হয়েছে বাহির
গ্রাম উন্নয়নে।
তখন থেকেই এদিক হাঁটে
ওদিক হাঁকে
ওরে কে আছিস
জলদি ফেরা তারে।
বাড়ির লক্ষ্মী থাকলে বাড়ি
ঘরটি থাকে ভরে
কেনই বা সে হয়েছে বাহির
এতো মানুষের ভীড়ে।
হায় হায়! যাবে জাত
ওরে কদর, বদর, নজরুল, হুমায়ুন
নিয়ে আয় বৌমারে।
লাজ, লজ্জা, মান-সম্মান
কিছুই দেখি নাই,
তারে দিয়ে গ্রাম উন্নয়নের
প্রয়োজন আমার নাই।
বাড়ির বৌ থাকবে বাড়ি
যাবে না দূরে
কি বা এমন লাভ হবে
গ্রাম উন্নয়ন করে!
ওরে হান্নান, মান্নান
থাকতে দিস না তারে
আর বাহিরে।
যেই না সবার পদক্ষেপ
অমনি বলে দাঁড়া
আমিও চল যাই।
একটু থেমে, ঐ চেয়ে দ্যাখ
আসছে ওরা ফাঁরা
হুমায়ুন
বৌমা আর গ্রামবাসী

শ্বশুর সাহেব বলেই ফেলেন
দ্যাখ দ্যাখ গ্রামবাসীর
নেমেছে কেমন ঢল,
নন্দিত আমার মা
ওরে চলরে তোরা চল
গ্রাম উন্নয়ন বিশাল জাগরণ
কিছুই জানা নাই।
চল চল সবাই চল
আমরাও সেখানে যাই।

বাসন্তী মেয়ে

নীলাম্বরীর নীল শাড়িতে
আকাশী রানী হাসে
হলুদ বেগুনি, ফুল কুমারী
নানা ঢং-এ আসে।
সাদা লাল সেজেছে বেশ
বসন্তের ছোঁয়ায়
কমলা নামের মেয়েটি
বৌ সাজতে চায়।
নানা রঙে, নানা ঢঙে
ফুল কুমারীর দল
আয়রে ভাই, আয় বোনেরা
ফুল তুলবি চল।
বাহারী ফুল ফুটে আছে
তুলবি নাকি আয়
বসন্ত মাসের পাখি হতে
বল কে না চায়
হাতে বালা, গলায় মালা
মাথায় সিঁথি পাটি।
কানে ঝুমকা, টায়রা, বাজু বন্ধ
আয়রে সবে গাঁথি।
বাসন্তী মেয়ে এই না দেখে
খিলখিলিয়ে হাসে
ফুল তুলতে সেও নাকি
খুব ভালোবাসে।
আয়রে ভাই, আয় বোনেরা
ফুল তুলতে যাই।
বসন্ত মাসের পাখি হয়ে
নেচে বেড়াই।

দেখেছি পানি

দেখেছি,
বৃষ্টি ঝরা বাদল দিন
প্রকৃতির মাঝে বিপুল শিহরণ।
উল্লাসে আমোদিত হয়ে
ধোয়ায় সে,
প্রকৃতির রাঙা চরণ।
আষাঢ় শ্রাবণ
পানি আর পানি।
অধিক হলে বাড়ে মুসিবত
ভয়ানক রূপ করলে ধারণ
চারদিকে শোনা যায়
শুধু ক্রন্দন।
পানির অপর নাম জীবন
মিঠা আর তিতা
এই দুই ধরণ
সব কাজেই খুব প্রয়োজন
বিভিন্ন উৎস থেকে
ঘটে আগমন।
আটলান্টিকের উন্মাদনার
পানি দেখেছি
শুনেছি ভীষণ গর্জন।
যেন আসছে ধেঁয়ে
হাজার কালনাগিনী
হানবে ছোবল করবে দংশন।
প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে
গগনচুম্বী পানি
ভাবিয়ে তুলে।
এতো পানি
দেখা হয়নি কভু
সাগর, নদী, ঝিলে।
সমুদ্র সফেন আর
মৌনতার ঢেউ
মন কেড়ে নেয়।

ভেসে আসে
শীল আর পেঙ্গুইন
রৌদ্র স্নানের আশায়।
দেখেছি,
ছোট দুটো নদী
কূল কিনারা বিহীন
দুঃখ পেলেই উপচে পড়ে
ব্যথা বেদনার পানি।
দেখেছি স্বজনহারা
স্বজনের চোখে
ঝরে অফুরন্ত ধারায়।
দেখেছি একুশ
সন্তানহারা মায়ের চোখে
হৃদয় বিদারক
তপ্ত ধারার পানি
আজো ঝরে
ঝরঝর করে
প্রতি একুশে।
এই বাংলা মায়ের চোখে
যেভাবে দেখেছি পানি।

ওয়াশিংটন ডি.সি., ইউএসএ
২০/০২/২০২১

চঞ্চল হরিণী

মটর লতায়
ভরেছে মাঠ
বায়ুর চলছে খেলা
উল্লাসিত হৃদয়ে
ঘুরে বেড়াচ্ছে তথায়,
এক ষোড়শী বালা
উপচে পড়া রূপ লাবণ্য
বাতাসে দুপাট্টা উড়িয়ে
দীঘল কেশের
বিনুনী দুটো
সামনে দুলিয়ে
দিগন্ত ছোঁয়া
নির্মল পরিবেশ
শ্যামল অঙ্গন
বাঁকা ঠোঁটের মিষ্টি হাসি
কি যে আকর্ষণ।
বিনুনীতে এঁটেছে
হলুদ গাঁদা
হৃদয় কেড়ে নেয়ার ছলে
আলতা রাঙা চরণ দুটো
নূপুর জড়িয়ে চলছে
নৃত্যের তালে তালে।
রূপ মাধুরী
সর্ব অঙ্গে তার
পাখির কণ্ঠে
বউ কথা কও গান।
চঞ্চল হরিণীর
চঞ্চলতায়
হৃদয়ে পড়লো টান।

ওয়াশিংটন ডি.সি., ইউএসএ

বিজ্ঞানের জয়

যুদ্ধ! যুদ্ধ! যুদ্ধ
অভিনব যুদ্ধ
মানুষ বনাম ভাইরাস
ধরা ছোঁয়া যায় না
দেখাও মিলে না
নাম করোনা।
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
প্রেম করার স্বভাব
বড়ই প্রেম কাতুরে
পেলেই কুর্নিশ করে।
মরণ প্রেমিক
দেয় মৃত্যু উপহার।
বাগে পেলেই
পাঠিয়ে দেয়,
কবরে, শ্মশানে
অথবা সমাধি পরে
আতঙ্কিত বিশ্ব।
নারী-পুরুষ, যুবা-বৃদ্ধ
সকলকেই ভালোবাসে।
কবে যাবে পৃথিবী ছেড়ে
জানা যায় না।
স্কুল কলেজ অফিস
চলছে অনলাইনের
বাহির হওয়ার
প্রয়োজন হয় না।
মন চায় বাহিরে যেতে
করি বারণ
যাওয়া যাবে না।
মানুষ, ভাইরাস
চলছে যুদ্ধ।
সব গৃহের দ্বার
অবরুদ্ধ
পৃথিবীর বুক থেকে

হারিয়ে গেলো
অনেক প্রাণ।

করে রূপ পরিবর্তন
সেভাবেই
ঔষধ তৈরি হয়
বিশ্ব থেকে করোনা
হবেই হবে ক্ষয়।
ভাইরাস এবার বিপাকে
বিজ্ঞান দেয় নব প্রযুক্তি
মানুষ দেখিয়েছে
বিজ্ঞান কাকে কয়।
ভাইরাস নয়
বিজ্ঞানের অবশ্যই
হয়েছে জয়।

ওয়াশিংটন, ডি.সি., ইউএসএ
২২/০৫/২০২১

বাতাসের পালকি

ব্যস্ত আসর,
ভোজনের আয়োজন
মহা ধুমধাম
হচ্ছে অতিথিদের আগমন।
বিশাল মাঠ
সম্মুখ ভাগে বহমান নদী
প্রকৃতির সৌন্দর্য নিকেতন
সেই সৌন্দর্যে আমি,
দিগন্তের সবুজ বনানী।
এমন সময়–
বাতাসের পালকি চড়ে
দূত নিয়ে এলো খবর,
বিনম্রভাবে দেয়।
খামখানি
অভ্যন্তর ভাগের মর্মার্থে
বুঝা হলো সবখানি।
দেশ মাতা ভালেবেসে
পাঠিয়েছে খবর।
কুশল জানিয়েছে সবার
এমন কি
ছোট্ট লতিকার।
হৃদয়ের টানে দূতকে
করি সমাদর।
ঝটপট দুটো কথা লিখি
রাখতে বলি,
পকেটের অভ্যন্তর।
বিদায়বেলায় বলি,
তুমি, অদৃশ্য বসন্তের বায়ু
আমিতো-
দেশ মাতার এক
প্রায়ান্ধ প্রদীপ।
আবার এসো
এই বাতাসের পালকী চলে
নিয়ে এসো খবর
দেশ মাতৃকার।

ভোজন রসিক

ভোজন রসিক মিঞা চাঁদ
মুখে আছে ভীষণ স্বাদ
ভোজন কাতুরে ভারী।
ভালোবাসে
মাছ, মাংস, ভর্তা, ভাজি
ডাল, সবজি
যে কোনো তরকারি।
পোলাও, কোর্মা, রোস্ট, বিরিয়ানী
কাবাব বোরহানী
সেমাই, পায়েশ, জর্দা,
সঙ্গে সুশীতল পানি।
ভালোবাসে ফল ফলাদিও
টপাটপ খায়।
শেষ হতে না হতেই
আর দুচারটি চায়।
হাঁড় কাঁটা না বেছে
শুধু খেয়ে যায়।
গলায় কাঁটা বিঁধলে
আহ্ শব্দটি
মুখে শোনা যায়।
টক, ঝাল, মিষ্টি
সব পছন্দ।
বাহারী খানায় তার আনন্দ
অতিখানা হয়ে গেলে
মস্ত একটা ঢেঁকুড় তোলে
স্প্রাইট, সেভেন আপ
ঢকঢক করে
গিলে ফেলে।
চা পান তার পরে
এবার।
পরখ করে ভুড়িটারে
মিঞা চাঁদ ভীষণ পেটুক
বোঝে না সে

যাবে কতটুকু।
সহসা হলো কঠিন বিমার
ডাক্তার, কবিরাজ, ঔষধ পথ্যের
হরেক বাহার
অতি ভোজন ক্ষতির কারণ
চরম সত্য কথা
অসাবধানতা হওয়ার ফলে
তার মনে,
লাগলো ভীষণ ব্যথা।
খাওয়ার মজা গেলো ফুরিয়ে
জাও, গরম ভাত খায়
ভর্তা দিয়ে
ঔষধেই এখন উদর পূর্তি
তার মনে
নেই শান্তি, নেই স্ফূর্তি।

ওয়াশিংটন ডি.সি.

আলো প্রদান

দিবসের অবসান
গগনটি সেজেছে বেশ।
অপূর্ব মাধুরীচ্ছটায়
বিদায়ী আমেজ।
রঙ ছড়ানো পশ্চিম আকাশ
মৃদু মন্দ
সু-শীতল বাতাস
মন ছুঁয়ে যায়।
প্রকৃতির মাঝে
রাঙা উল্লাস
সেই সজীবতায়।
উদিত লগ্নে দেখা হলো
বড়ই স্নিগ্ধ কোমল,
দ্বিপ্রহরে ত্যাজিয়ান
ক্রান্তি লগ্নে,
সু-সজ্জিত আয়েজন
সে রূপ হেরিতে
মুগ্ধ মনঃপ্রাণ।
বিদায়ী লগ্ন
ব্যথা নেই মনে,
জানে উদিত হবে
অন্য স্থানে।
পরের দিন সকালে
আবার এখানে
পূর্ব গগনে।
সপ্ত কন্যার মাধুরীচ্ছটা
সজ্জিত হল
মন ভরিয়ে দিয়ে
আজ চলে গেলো
কর্তব্য সম্পাদনে
যাবে অন্য স্থানে।
আঁধার সরিয়ে দিয়ে
আলো প্রদানে।

ওয়াশিংটন ডি.সি.

মনচুরি

ধরায় প্রত্যুষ বেলা
উদীয়মান রবির
কিরণের খেলা।
জানালার এক পাশে
দাঁড়িয়ে কাঁঠালী কন্যা
ষোড়শী যুবতী বেশে
প্রদীপ্ত ধরণী প্রভাময়
গগণ ধরা কি যে মায়াময়।
বিরহ মিলনে–
তৃষিত চুম্বনের আশায়,
ব্যাকুল হৃদয়ে বসলো গিয়ে
সেই কুমারীর গায়।
প্রকৃতির মাঝে চলছে লুকোচুরি
করছে কন্যার মন চুরি
সুখ দেয়ার আশায়
জড়ায় ভালোবাসায়।
একটু ছোঁয়া একটু পাওয়া
ঘনিষ্ট মাখামাখি
এ বাড়ি ও বাড়ি
পথিক আমি
সকলেই দেখি।

মাছরাঙা

বিলের ধারে মাছরাঙার
অনেক আনাগোনা।
মাছ ভরা এই বিলখানি
সকলের জানা।
গাছে বসে এক এক করে
খাচ্ছে টপাটপ,
মাছ খাওয়ার মহাধুম
চলছে উৎসব।
একটি শাখে বসে আছে
দীর্ঘ সময় ধরে,
ওদের মত পায় না শিকার
পেটটি নাহি ভরে
মাছে ভরা এই জলাশয়
শিকারের আশায়,
চুপটি করে বসে থাকে
গাছের শাখায়।
সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি
শুধু পানিতে,
উল্লসিত মৎস কুমারীরা
উল্লাসে উঠেছে মেতে
শিকার ধরার সু-কৌশল
আছে তার জানা।
সঠিক সময়, সঠিক ভাবে
শিকারে দেয় হানা।
শিকারীর হানা অতর্কিতে
আনন্দ ব্যাঘাত।
পালাও পালাও পালাও!
সব সখিরে কবরে কুপোকাত
মাছরাঙাটির আবার দৃষ্টি
ফের পানিতে তাক
ভাবছে বসে কখন আসবে
মৎস্য কুমারীর ঝাঁক।

ওয়াশিংটন, ডিসি

আমি কার কাছে কই

কত অপরূপ
সৃষ্টি তোমার।
কোথাও নেই অপূর্ণ
কেহ হয়েছে জ্ঞানবাণ
কেহ বা
জ্ঞানশূন্য।
প্রকৃতির মাঝে
কত লীলাখেলা,
ভেবে অধীর হই।
কত রত্ন ছড়ানো
কত যে মাধুরী মেশানো।
প্রকৃতি প্রেমের
প্রেমিক ছাড়া,
আমি কার কাছে কই!
এই অবসরে
বৃষ্টি এলো
পড়লো টাপুর-টুপুর।
নাইয়ে নিল
প্রকৃতির সব
নাইল ঝাপুর-ঝুপুর
সমানভাবে
বন্টন পানির,
কম বেশি নাই।
তাঁর রহমতের
দয়ার লীলায়,
হৃদয় ভরলো
বিমুগ্ধতায়।
সেই বিমুগ্ধ হৃদয়ের
ভাবানুভূতির কথা
আমি কার কাছে কই!
ছোট যে কীট
ছোট তৃণলতা।
সৃষ্টিকুলের

তুমিই ভাগ্যবিধাতা।
সাগর-নদী, পাহাড়-পর্বত
ভূ-মণ্ডল, আকাশ-বাতাস।
তাঁর সৃষ্টি লীলা
হৃদয় দিয়ে
যতই করি অনুভব।
এমন লগনে তব গুণপ্রচারে
এতই ব্যাকুল হই!
সে ব্যাকুলতা ভরা
হৃদয়ের কথা,
আমি কার কাছে কই।

ওয়াশিংটন, ডি.সি.
১৫-০৫-২০২০

তুলনা

নীরবতার বসবাস
করছে উপহাস
কথার পায়রা নীদ গভীরে,
হয়তো বা পৃথিবী
ভুলেছে তারে!
পৃথিবীর কানন
বাস্তব জীবন
চক্রজালে জড়িয়ে
মহা ব্যস্ততায়
একবার যে আসে
এই বাতায়নে
সেই ঝড়ে যায়।
কে এলো, কে গেলো
কার সময় আছে
কার ফুরালো
কোন বাড়ি খালি হলো
কোনটি ভরে গেলো
সময় নেই দেখার।
শূন্য হৃদয়ে শুধু
ব্যথার হা-হা-কা-র।
ধরণীর বিশাল বুক
পেতে রেখেছে
সবার তরে
শেষ আশ্রয়স্থল।
পচনশীল, দুর্গন্ধময়
বক্ষচ্ছেদ করে
রাখে অভ্যন্তর।
আছে ধৈর্যশক্তি
সবার তরেই সমান
নেই হিংসা, নেই প্রভেদ
মানুষে মানুষে আছে
মতানৈক্য
আছে,
বিস্তর ভেদাভেদ।

দেশ ঘেঁষা মন

স্বদেশ ছেড়ে
স্বজন রেখে
যদি কেহ ছাড়ে
নিজের ঘাঁটি।
করবেই সে মনে একদিন
মধুর চেয়ে মধুর
আমার দেশের মাটি।
সোনা দিয়ে মুড়িয়ে
রাখে যদি জড়িয়ে
তবুও একদিন
কাঁদবে প্রাণ,
দেশের মাটির তরে।
দেশ হোক জীবন
দেশের মাটি
কত যে আপন।
মাটি আর মানুষের
জড়ানো ভালোবাসা
রুধতে পারে না
রত্নখচিত সিংহাসন।
যতই বিদেশ বিভূঁই
যত হোক বিনোদন।
তবুও, গুমরে গুমরে
কেঁদে যায়
দেশ ঘেঁষা মন।
পরদেশ পরভাব
সুখ শান্তি
ভোগ বিলাস,
ভালো থাকা ভালো লাগা
হৃদয় কোণে বাজে সদা
শুনরে তুই হত ভাগা
'যত উচ্চাভিলাষ
সব তোর পর।
ফিরে যা, ফিরে যা
যেথায় আপন ঘর।
যে মাটিতে ফিরে পাবি
তোর শৈশব-কৈশোর।

মানবেতর যন্ত্রণায়

একদা আঘাত হানে
হৃদয় সুপ্ত কোণে
সু-তীক্ষ্ণ তীরন্দাজ।
তীরের নিশানায়
বক্ষ ঝাঁঝরা হয়
ফোঁটা ফোঁটা রক্ত কণা
পড়লো গড়িয়ে
কি যে বিভীষিকাময়।
ক্ষোভে, দুঃখে, আর্তনাদে
ক্ষত-বিক্ষত
হৃদয়ের কিয়দংশ,
লাঞ্ছিত বেদনা আঘাত হানে
ভগ্নাংশ থেকে ক্ষুদ্রাংশ।
অভিমানের রক্তকণা
লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে পড়ে
শিরা-উপশিরায়,
ব্যথাতুর মন
ভেঙে পড়ে তখন
মানবেতর যন্ত্রণায়।
ভীষণ আঘাত, হৃদয় কোণে
শুকাবে না সে ক্ষত
জীবন সায়াহ্নে।
নিন্দিত ভর্ৎসনার বসনে জড়ায়ে
আত্মিক ভালোবাসা
লাঞ্ছিত হয়ে, গেলো হারিয়ে
হয়তো আসবে,
হয়তো আর কভু
আসবে না ফিরে।
ভালোবাসার সমাধি হলো
আজ, হৃদয় কুটিরে।

ওয়াশিংটন ডি.সি., ইউ.এস.এ
১৯-০৫-২০২১

উদাস মন

মায়া জড়ানো রাাতে
সখিদের সাথে
চাঁদ দেখি।
নিজেদেরও মিলাই
চাঁদের সাথে।
সব সখি মিলে
আড্ডার ছলে
মনে হয়, কোনোদিন
দেখিনি চাঁদ।
যাদুকরী জ্যোৎস্না মাখা
কি দারুণ এই রাত।
বর্ষার টলটল পানি
জ্যোৎস্নাস্নাত রজনী।
নিবিড় হওয়ার আশে
ফিক করে দিলো হেসে।
বেড়ে যায় চোখাচোখী
একে অপরে সব সখি।
নৌকার গলুই-এ
মহা আয়োজন,
পূর্ণিমা যামিনীর
আলোকিত ভুবন
কেহ ব্যস্ত শাপলা তোলায়
কেহ বা দেয় টান
কলমীলতায়।
হাতে হাত ধরে
প্রাণের আহ্লাদে
জড়ায়ে জড়ায়ে
খেলছে ধরায়।
পুষ্প হাত ধরতে চায়
শোনাবে অতীতের গল্প।
ডুব সাঁতারে ত্রিভুবন
আজ বড়ই উদাস মন।

ভুখার ইতিবৃত্ত

অপচয় অপব্যয়
মোটেই ভাল নয়,
বিবেক আছে যার
ভুলেও সে করে না
খাদ্য অপচয়।
ভুখা নাঙা যারা
যাই তাদের কাছে,
খাদ্য না খেয়ে
কীভাবে তারা বাঁচে?
ধনীও মানুষ
গরিবও তো তাই,
তোমার আমার খাদ্য আছে
তাদের ঘরে নাই।
পৃথিবী বহন করে
সব কিছুর দায়িত্ব ভার
ধনী-নির্ধন তার কাছে
সব এক প্রকার।
আমরা মানব জাতি
করে যাবো সেবা।
ধনবান দরিদ্র পথিক
ব্রত রই করতে
ব্যথিতের সেবা।
ধনীর জীবন আছে
গরিবের কি নেই।
ধনীর খাদ্য ভুড়ি ভুড়ি
ভুখার ঘরে নেই।
আমাদের উদরে, ঘি মাখন
মাছ, মাংস, ছানা
ভুখা কাঁদে দুয়ারে দুয়ারে
দেখেও দেখি না।
বাড়ির অবশিষ্ট খাদ্যে
যদি গরীবেরা বাঁচে
অপচয় না করে

তা নিয়ে যাই
তাদের কাছে।
ধনী মাটির তৈরী
গরীবও যে তাই
অবশিষ্টাংশ ফেলে না দিয়ে
ভুখারে খাওয়াই।
অপচয় অপব্যয়
করতে হবে নাশ
সাক্ষ্য হয়ে থাকবে
কালের পাতায়
ভুখার ইতিহাস।
আমাদের তরুণ সমাজ
আজ দাঁড়িয়েছে
তাদের পাশে
বিত্তবান মহলের সহায়তাও আছে
ভুখা-নাঙ্গা, সর্বহারা
আজো তারা
এভাবেই বাঁচে।

সোঁদা মাটির ঘ্রাণ

মিষ্টি মধুর শীতল হাওয়া
করছে কত খেলা।
সেই দোলাতে ভাঙলো নিদ
ঊষায় প্রথম বেলা।
তখন থেকেই মন বসে না
করছে আনচান
সেই বায়ুতে ভেসে এলো
সোঁদা মাটির ঘ্রাণ।
ঝিলে ফোঁটা শাপলা শালুক
কেন যে আমায় ডাকে
বিমুগ্ধ হওয়া নয়ন দুটো
ছুটে সেই ইশারাতে
পুকুর-দিঘিতে হংস মিথুন
সৌন্দর্য বিন্যাস করে,
আজ আমার মন
উড়ে যায়–
শাপলা শালুক ঝিলে।
মাটির সাথে দূর্বা ঘাস
মাতৃস্নেহে জড়ায় মাটিতে।
তেমনি আমি হাসি কাঁদি
আমার দেশের মাটিতে।
লাঙল, জোয়াল
আর, মাটির ভালোবাসায়
ভরে কৃষকের প্রাণ,
এই মাটি থেকে
সে সদাই পায়
সোঁদা মাটির ঘ্রাণ,
কলমী, কচুর লতাগুলো
কাদা মাটি ঘেঁষে থাকে
মটরদানা আর
সরষে ফুলের ভালোবাসায়
চায় নিজেকে জড়াতে
পাতার নৃত্য বৃক্ষ শাখায়

কুল-কুলিয়ে, খিলখিলিয়ে হাসে
হারিয়ে যাই সেই আবেশে
আমার শ্যামল বাংলাদেশে।
ঘরে আমার আজ
মন বসে না
করছে আনচান।
ব্যা-কু-ল হৃদয়ে
চাইছে নিতে
সোঁদা মাটির ঘ্রাণ।

অনুশোচনা

মাটির বুকেতে বুক মিলিয়ে
বলি আমি তারে
তোমার মত দেখিনি আপন
এ ভব সংসারে।
কত কিছু করেছি
কত ব্যথা দিয়েছি
উন্নত জীবন যাপন তরে
সীমাহীন অপরাধ
করোনি কোন প্রতিবাদ
ক্ষমা কর মোরে।
সৃষ্টি আমার মাটি থেকে
মাটিতে বড় টান
তেমনিভাবে রেখো,
যেভাবে মাতা রাখে
তার সন্তান।
মরার পরেও তোমার বুকে
দিও একটু ঠাঁই।
মাটির আদম হয়ে
মাটির বুকের ব্যথা
বুঝতে পারি নাই।
আজ মোর ক্লান্ত বাহু
ক্লান্ত দু'পা,
ক্লান্ত দেহ মন।
মমত্ববোধে জড়িয়ে নিও
মোর নিষ্প্রাণ দেহখানি
মায়ের মতন।

ওয়াশিংটন, ডি.সি.

খুঁজে বেড়াই

বৃক্ষের পাতা যদি যায় ঝড়ে
পুনঃ পায় তারে,
মানব জীবন অবসানে
কভু আসে না ফিরে।
শুকনো পাতা ঝরে পড়ায়
প্রকৃতির বুকে বেদনার সুর
হারানো সাথীটিকে দেখার ছলে
এসেছি বহুদূর।
সমতল ভূমি পাড়ি জমিয়ে
পাহাড়-পর্বত, সাগরের দেশে
সাত সাগর, তেরো নদী
পার হয়ে অবশেষে
থেকে-থেকে বারে-বারে
নয়ন দুটো উঠছে ভরে,
উঁকি দেয় হৃদয় কোণে
হারানো মুখখানি
বহুদিন পরে।
পূর্ণ ছিলো যার কারণে
হৃদয় সিংহাসন,
বেদনার বালুচরে দগ্ধ হয়ে
ভেঙে যায় মন।
হারানো সাথীরে
খুঁজে বেড়াই
পৃথিবীর সবখানে
সব স্থান থেকে
বিমুখ হই, তাঁর নিয়মে
ধরার আনন্দ উৎসব
মিছেই বাহাদুরী
সাথীহারা হয়ে
প্রতিনিয়ত
এখানে ওখানে ঘুরি।

ভালো কিছু করি

মনে মনে ভাবি
ভালো মানুষ হব
আশা জাগে মনে
কিছু করে যাবো।
নীতিতে অটল
থাকতে হবে সর্বক্ষণ।
যে পারি যে ভাবে
থাকতে হবে
দয়ার মন।

জীবন চলে জীবনের মত
মানে না কোন শাসন।
যে, যেভাবে পারি
ভালো কিছু করি।
কারণ, বিবেক, বুদ্ধি সম্পন্ন
মানব বেশে
পৃথিবীতে মোদের
হয়েছে আগমন।

জন্ম হলেই মরণ
মরণে থাকতে হবে ভয়
ভালো কাজের মূল্যায়ন
সদা হবে জয়।
নিতে পারে সবাই
দেওয়ার মানুষও দেখি
হরহামেশাই।

ধনবান মহল
দিয়েই যায়
তাদের দয়া ও দানে
বাঁচে কত অসহায়।

নেয়ার লোক অনেক
নিতে নেই দ্বিধা।
করবে না কারণ, ধরিত্রীর নিয়ম

শুধু দাও আর দাও
মিটে না ক্ষুধা।

এ বিশ্ব ঘুরে
দেখা হলো সর্বস্তরে
একজন দেয়
সবাই নেয়।
নিজ স্বার্থ ত্যাগ করে
ক'জন দিতে পারে।

ওয়াশিংটন, ডি.সি.